চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের আলমডাঙ্গার বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা বিপিএম (সেবা) আলমডাঙ্গার শ্রী শ্রী রথতলা দুূর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডব পরিদর্শন করেন।

পূজা মন্ডব পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, এখানে সকলে মিলে যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে, এখানে কেউ যদি সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাই আমরা কঠোর হস্তে তা দমন করবো ।

পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩২ টি পুজা মন্ডপে দুর্গা পুজা হচ্ছে, প্রতিটি মন্দিরে পুলিশ আনছার ভিডিপির সদস্য বৃন্দ মন্দিরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করছে, আপনারা শান্তিপুর্ণ ভাবে ধর্মীয় উৎসব পালন করবেন, কোন সমস্যা দেখলে আমাদেরকে ফোন করে জানাবেন, আমরা তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা নেবো।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম, জেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আবু তালেব, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া ও পরিদর্শক অপারেশন আসগর আলী।

কর্মকর্তাবৃন্দ রথতলা মন্দির প্রাঙ্গণে পরিদর্শনে আসলে মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সম্পাদক আশিম কুমার সাহা তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তারা মন্দির প্রতিমা পরিদর্শন করেন।

এ ছাড়াও কর্মকর্তাবৃন্দ আলমডাঙ্গা স্টেশন পাড়া মন্দির, বাবুপাড়া দুর্গা মন্দিরে বেশ কিছু সময় কাটান এবং মন্দিরের সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ খবর নেন। জেলা প্রশাসন পরে ক্যানেল পাড়া মন্দির

ও কালিদাসপুর দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেছেন।এর আগে জেলা আনছার ভিডিপির কমান্ডান্ড ফারুক হোসেন, উপজেলা আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম মন্দির পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের পূজামন্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা উৎসব-২০২৪ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দির পরিদর্শন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বিকেলের দিকে পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দিরের শারদীয় দুর্গা উৎসব পরিদর্শন করেন।

পূজামন্ডপ পরিদর্শনকালে পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসবমুখর পরিবেশে সকলকে পূজা উদযাপনের জন্য আহবান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারীসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এবং পূজা উদযাপন কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে আসুন পুলিশ সাংবাদিক এক সাথে কাজ

করি

৫ আগস্টের পর মেহেরপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তা টোটাল বাংলাদেশের খণ্ডচিত্র। তার একটি প্রভাব এখানে হবে এটাই স্বাভাবিক। আপনাদের সকলের কমবেশি অবদানের কারণে মেহেরপুরে মেহেরপুরে বড় ধরণের অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন, আমি এখন বেশি কিছু বলবোনা। আগে একটু বুঝে নিই তারপর আপনাদের মতামতগুলো নিয়ে কাজ করবো।

সাংবাদিকদের তথ্য চাওয়া নিয়ে তিনি বলেন, জেলার মানুষকে ভালো রাখার জন্য সংবাদ প্রকাশের জন্যই শুধু তথ্য না চেয়ে পুলিশকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার করুন। ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে পুলিশ সাংবাদিক এক সাথে কাজ করলে ভালো ফলাফল বয়ে আনবে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে পুলিশ পেট্রলিং শুরু করা হয়েছে। খুব দ্রুত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে নবাগত পুলিশ মাকুসদা আকতার খানম, পিপিএম এসকল কথা বলেন।

পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানমের সভাপতিত্বে সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাংলাভিশন প্রতিনিধি তুহিন আরন্য, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, কালবেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি, আমাদের অর্থনীতি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, এখন টিভি প্রতিনিধি মুজাহিদ আল মুন্না, লাখোকণ্ট প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম বকুল, তৃতিয় মাত্রা প্রতিনিধি তোফায়েল আহমেদ ।

মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার সন্তান মীর আবু তৌহিদ নোয়াখালি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের পুলিশ সুপার

আলমডাঙ্গার সন্তান, পুলিশ সুপার, মীর আবু তৌহিদ (রেন্টু)’রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশ সুপার থেকে নোয়াখালি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলীর আদেশ হয়েছে।

আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে মীর আবু তৌহিদ রেন্টু’কে রাঙ্গামাটি’র এসপি থেকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, নোয়াখালীর এসপি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।মীর আবু তৌহিদ রেন্টু সততা ও দক্ষতার সাথে রাঙামাটি পুলিস সুপারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জানাগেছে, মীর আবু তৌহিদ আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশ্ববর্তী ফরিদপুর গ্রামের মীর সামসুল ছরোয়ার মেজ ছেলে মীর আবু তৌহিদ (রেন্টু),১৯৯৫ সালে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি, ১৯৯৭ সালে আলমডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে ২০০১ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ২০০২ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে বিসিএস ২৫তম ব্যাচে উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশে চাকুরিতে যোগদান করেন।

২০২২ সালের ৩রা আগষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক আদেশে মীর আবু তৌহিদ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপার পদে যোগদান করে অদ্যবধি অত্যন্ত সততা, পেশাদারীত্ব ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

রাঙ্গামাটিতে বদলি হওয়ার পূর্বে দীর্ঘদিন তিনি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের এলআইসি শাখায় উগ্রপন্থা দমন, সাইবার নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশিং এর উপর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে মীর আবু তৌহিদ রেন্টু’কে রাঙ্গামাটি’র এসপি থেকে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, নোয়াখালীর এসপি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দূর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা

শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে পূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আজ শনিবার সাড়ে দশটাই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম- সেবা সভাপতিত্বে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পূজা উদযাপন সনাতন ধর্মালম্বী নেতৃবৃন্দের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভাপতির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন,চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ও আনন্দমূখর পরিবেশে পূজা উদযান করার জন্য পুলিশ পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ তৎপর রয়েছে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি মাঠে কাজ করবে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পূজা উদযাপন কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেলা ও উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটি ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরসহ ২৪ পুলিশ সুপার বদলি

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক বিপিএম (বার), পিপিএম কে বদলি করা হয়েছে।

আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক আদেশে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে। তাকে নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। একই সঙ্গে আরও ২৩ পুলিশ সুপারকে রদবদল করা হয়েছে বলে পরিপত্রে বলা হয়েছে।

তবে এখনও মেহেরপুরে পুলিশ সুপার হিসেবে কে দায়িত্ব পাচ্ছেন তা জানা যায়নি।

চুয়াডাঙ্গায় পশুর হাট ইজারাদারদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২৪ সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে পশুর হাটের ব্যবস্থাপনা নিয়ে হাট ইজারাদারদের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় পুলিশ সুপার আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে কোরবানীর পশুর হাটের ইজারাদারদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বক্তব্য শোনেন। তিনি এবারের হাট ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পশুর হাটের ইজারাদারদের গুরুত্বপূর্ণ দিক-নিদের্শনা প্রদান করেন।

তন্মধ্যে হাটে এবং হাট সংশ্লিষ্ট খাবারের হোটেলে হাট মালিকের ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন,অজ্ঞান ও মলম পার্টি সম্পর্কে সচেতন থাকা,যত্রতত্র ভ্রাম্যমান হোটেল না বসানো,হাট ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং পশু হাটের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা,এক বাজারের গরুর ট্রাক জোর পূর্বক অন্য বাজারে না নামানো, বাজারের নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে অথবা মানুষের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পশু না রাখা,বাজার কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত পোষাকে পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রাখা, বাজারে পর্যাপ্ত লাইটিং ব্যবস্থা রাখা এবং খাজনার তালিকা দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখা, জনসচেতনতামূলক ব্যানার/ফেস্টুন ঝুলানো, স্থানীয় অফিসার ইনচার্জদের সাথে সমন্বয় রেখে হাটে পুলিশ কন্ট্রোলরুম রাখা এবং বড় ব্যবসায়ীদের বেশি পরিমান টাকা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থানীয় থানা পুলিশের সহযোগীতা নেওয়া, পশুহাটে পর্যাপ্ত জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন রাখা, চাঁদাবাজি রোধ, পশুর হাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের হয়রানি বন্ধ রোধ এবং তাৎক্ষণিক পুলিশী সেবা গ্রহণের জন্য হাট এলাকার দৃশ্যমান স্থানে জেলা পুলিশের সিনিয়র অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ ও ডিউটি অফিসারদের সরকারি মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেসটুন/ব্যানার টাঙানোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত মতবিনিময় সভায় জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১, ডিএসবি, পশু হাটের ইজারাদারগণ ও তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় পেট্রোল পাম্প মালিকদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা

সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু এড়াতে চুয়াডাঙ্গায় নো হেলমেট নো ফুয়েল’নীতি কার্যকর করতে জেলার পেট্রোল পাম্প মালিকদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে আজ বিকাল তিনটার সময় জেলার পেট্রোল পাম্প মালিক এবং মালিক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যবৃন্দের সাথে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা।

মতবিনিময় সভায় সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এবং সড়ক দূর্ঘটনা প্রতিরোধ মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যবহার না করলে (No Helmet, No Fuel) কোনো পাম্প থেকে তেল না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় “অনাকাঙ্খিত মৃত্যু” এড়াতে আদরের সন্তান ভাইয়ের সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মোটর সাইকেল চালানোর সময় হেলমেট ব্যবহার করতে অভিভাবকদের উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।পরিশেষে, তিনি জেলার সকল পেট্রোল পাম্প মালিকদের ‘নো হেলমেট, নো ফুয়েল’নীতি কার্যকর করতে ঐক্যবদ্ধ সহযোগীতা কামনা করেন।

উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সকল অফিসার ইনচার্জগন,ডিআইও-১, ডিএসবি এবং বাংলাদেশ জ্বালানী তেল ও ট্রাংকলরী মালিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাবিল হোসেন জোয়ার্দ্দার (স্বত্বাধিকারী মেসার্স ইমরান ফিলিং স্টেশন) সেক্রেটারী এমএম তাছলিম আরিফ বাবু জোয়ার্দ্দার(স্বত্বাধিকারী চুয়াডাঙ্গা ফিলিং স্টেশন) সিনিয়র সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান শ্যামল (স্বত্বাধিকারী জীবননগর ফিলিং স্টেশন) সহ-সভাপতি জনাব হাসিবুর রহমান (স্বত্বাধিকারী সীমান্ত পেট্রোলিয়াম) সহ জেলার বিভিন্ন পাম্পের মালিক পক্ষগণ ও তাদের প্রতিনিধিগণ।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সাথে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিশেষে আলোচনা সভার সভাপতি পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম উপস্থিত সম্মানিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন আগামী দিনের যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবে। তিনি আলোচনা সভায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দ সহ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ কনস্টেবল পদে যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হবে–পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ কনস্টেবল পদে যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার আর. এম. ফয়জুর রহমান।

এ ব্যাপারে আজ রবিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় পুলিশ পার্ক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জেলা পুলিশের আয়োজনে মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে এ বিষয়টি জানান।

এসময় তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গায় ২৪ জন পুরুষ কনস্টেবল এবং ৪ জন নারী কনস্টেবল পদে নিয়োগ দেয়া হবে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও মেধা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে শেষ করা হবে। সরকার নির্ধারিত ১২০ টাকা আবেদনপত্রের সঙ্গে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে সকল আবেদনকারীর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শারীরিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শেষে উত্তীর্ণদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করা হবে প্রার্থীর শারীরিক সক্ষমতা ও মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। এসময় তিনি জেলাবাসীর সচেতন করতে জোর দিয়ে বলেন, যার চাকরী হবে তার মাত্র ১২০ টাকার বিনিময়ে চাকরী হবে। এখানে অন্য কোন পন্থা কাজে আসবে না। এ ব্যাপারে কোন

তদবির বা সুপারিশ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হবেনা।

মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন ও ডিআই-১ আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান।